দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

16

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নীতিমালা নেই ।। শিক্ষা কার্যক্রমে বিশৃংখলা

রাশেদ আহমেদ ।। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সুষ্ঠু নীতিমালা নেই। নানা বিশৃংখলতায় ভরা এর শিক্ষা কার্যক্রম। প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এই ব্যক্তিমালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট কোন্ মাপকাঠিতে বিচার্য হবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ সম্পর্কে একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গত মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই মঞ্জুরি কমিশনের গঠিত পর্যবেক্ষণ কমিটি বেশ কয়েক মাস ধরে দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে এ প্রতিবেদন তৈরি করে। জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন খতিয়ে দেখছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছে।

১৯৯১ সাল থেকে বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হলেও সুষ্ঠু কোন নীতিমালা করা হয়নি। যার ফলে এই ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখা দিয়েছে অনিয়ম-বিশৃংখলা। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে এক এক পদ্ধতিতে এক এক নিয়মে। এর শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট কতোটা মানসম্মত হবে? চাকরির ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় হবে কিনা অথবা এখানে স্নাতক ডিগ্রি নেয়ার পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুযোগ দেবে কি না ইত্যাদি প্রশ্নের ধূম্রজালে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা ভুগছে অনিশ্চয়তায়।

বেসরকারিভাবে দেশে এখন রেজিস্ট্রেশনকৃত ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২টি এখনো কার্যক্রম শুরু করেনি। বাকি ১৪টি চালু। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই শিক্ষার নামে পরিণত হয়েছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। অল্প পরিসরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোনমতে খুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে বেতন নেয়া হয়। নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও সরঞ্জাম। কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এ্যফিলিয়েট বলে প্রচারণা চালায় এবং ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এ ধরনের বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেয় মাস ছয় আগে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি টিম ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোন্ পদ্ধতিতে চলতে পারে, এর নীতিমালা কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে একটি মতামতও প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক সূত্র জানায়, তারা পরিদর্শন করে দেখেছে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশই চলছে খারাপ অবস্থায়। মালিকের একক কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠান চলে। নিয়মিত শিক্ষকের চেয়ে পারটাইম শিক্ষক বেশি। ভাড়াবাড়িতে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত জায়গা নেই। অসামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে লেখাপড়ার মান সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার কারো নিয়ন্ত্রণে না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানে চলছে প্রতিষ্ঠাতার স্বেচ্ছাচারিতা। শিক্ষার চেয়ে তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বিরাজমান।

সূত্র জানায়, তারা সর্বসাকুল্যে ৩/৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ভাল পেয়েছে। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে। কারণ এর শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি দেয়। তারা অনার্স পড়ায় না। এই ডিগ্রি অনার্স সমতুল্য হবে কি না প্রশ্ন আছে। এখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করতে পারবে কি না অথবা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এদের ডিগ্রির মান কি ধরা হবে ইত্যাদি প্রশ্ন থাকে। এ বিষয়গুলোর এখনই সমাধান হওয়া উচিত। কারণ আগামী বছরই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচ ডিগ্রি নিয়ে বের হবে। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তাদের মতো প্রতিষ্ঠান চালায়। তবে তাদের সিলেবাস আমরা দেখে দেই। পরীক্ষা তারাই নেয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, ঐসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ নেই। তবে চাকরির সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডিগ্রি সমতা নিরূপণ কমিটি রয়েছে তারা যাচাই বাছাই করে দেখতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আরো উন্নত হওয়া দরকার। আমি যত দূর জানি ২/৩টি ছাড়া কোনটির মান উন্নত নয়। এ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা এই প্রতিবেদককে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় একটি সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব রয়েছে। মন্ত্রণালয় এ বিষয়টি অনুধাবন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে এইসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। তারা রিপোর্ট দিয়েছে। এখন এই রিপোর্ট নিয়ে বৈঠকে বসব। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করা আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।

এই প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে এই প্রতিবেদক কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ নেয়। এতে দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে প্রতি ছাত্রের খরচ পড়ে ২ থেকে ৩ লাখ টাকা। সেশন সিস্টেমে এখানে পড়ালেখা করানো হয়। যেকোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে টাকার বিনিময়ে। ডিগ্রি প্রদানের সময় ৪ বছর। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়েই বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

মহাখালীতে অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে টাকা লাগে ৪৯ হাজার। এর পর প্রতি সেশনে ৩৯ হাজার টাকা করে দিতে হয়।

'৯১ সালে দেশে বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হলে একের পর এক এর সংখ্যা বাড়াতে থাকে। বর্তমানে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন থাকলেও আরো ১০টি রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রেশনকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (বনানী), ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (বারিধারা), ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (চট্টগ্রাম), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (ধানমন্ডি), দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় (ধানমন্ডি), সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি (ওয়ারী), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (চট্টগ্রাম), আহছান উল্লাহ ইউনিভার্সিটি (তেজগাঁও), এ এম এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (মহাখালী), দি ইউনিভার্সিটি অফ কুমিল্লা (ধানমন্ডি), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ কুমিল্লা (ধানমন্ডি), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি (উত্তরা), ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (মহাখালী), ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক (ধানমন্ডি), কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় (বনানী), গণবিশ্ববিদ্যালয় (সাভার), দি পিপলস ইউনিভার্সিটি (লালমাটিয়া)।